# ঢাবিতে ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদক
২৫ মে ২০২২ ১২:০০ এএম | আপডেট: ২৫ মে ২০২২ ০১:১৯ এএম

advertisement

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে সংবাদ সম্মেলন করতে গিয়ে ছাত্রলীগের হামলার শিকার হয়েছেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। হকিস্টিক, রড, চাপাতি ও দেশি অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শী ও ছাত্রদল জানিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এতে ঢাবি শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মানসুরা আলম, সিনিয়র সহসভাপতি, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদকসহ অন্তত অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতরা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালসহ রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায়

ছাত্রদলের দুজনসহ ৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ। রাতে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েল জানান, হামলায় ছাত্রদলের নারী নেত্রীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অন্তত ৮০ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন।

এদিকে গতকালের ঘটনাকে ‘প্রগতিশীল শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ’ বলে দাবি করেছে ছাত্রলীগ। তারা বলছে, কিলিং মিশন নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকেছিল ছাত্রদল। দেশি অস্ত্র নিয়ে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে ঢোকার চেষ্টা করায় তাদের প্রতিহত করেছে সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ।

অন্যদিকে ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে দুই দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ছাত্রদল। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েল এ কর্মসূচি ঘোষণা করে বলেন, আগামী ২৬ মে সারাদেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ২৭ মে জেলা ও মহানগরে বিক্ষোভ সমাবেশ করবে ছাত্রদল।

হামলা ও ধাওয়া পাল্টাধাওয়ার পর ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ঢামেক ও এর আশপাশে অবস্থান নেয়। অন্যদিকে ক্যাম্পাসের মোড়ে মোড়ে অবস্থান ও মহড়া দেয় ছাত্রলীগ। বিশেষ করে শহীদ মিনার, মধুর ক্যান্টিন, টিএসসি, পলাশীসহ ক্যাম্পাসের সব প্রবেশমুখে শক্ত অবস্থানে দেখা গেছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদের এক বক্তব্যের পর গত রবিবার সন্ধ্যায় টিএসসি এলাকায় ছাত্রদলের কয়েকজন নেতাকর্মীকে মারধর করে ছাত্রলীগ। ওই ঘটনার প্রতিবাদ ও সাইফের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে ছাত্রদলের সংবাদ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। সেখানে যাওয়ার পথেই তাদের ওপর হামলা হয়।

এরপর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে থেকে দোয়েল চত্বরের দিকে মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় ছাত্রলীগের হামলার শিকার হন ছাত্রদল নেতাকর্মীরা। এ সময় শহীদুল্লাহ হলের সামনে দুপক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে ড্রেনে ফেলে ছাত্রদলের দুই নেতাকর্মীকে পেটাতে দেখা যায়। তারা হলেন ঢাকা মহানগর পূর্ব শাখা ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি মিনহাজুল আবেদীন নান্নু ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কর্মী আল আমিন বাবলু। হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাদের একজনকে রিকশা থেকে লাথি মেরে ফেলে দেওয়ারও অভিযোগ ওঠে।

ঢামেক হাসপাতালে আহত নেতাকর্মীদের দেখতে গিয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম বলেন, আমরা পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে টিএসসির দিকে যাচ্ছিলাম। দুদিন ধরে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ মহড়া দিচ্ছে বলে মিছিলে আমরা কোনো সেøাগান পর্যন্ত দিইনি। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অবস্থান করছিল। তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলি। বলি যে, আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবে যাচ্ছি, আমাদের অপরাধটা কী? কিন্তু বিনা উসকানিতে তারা হকিস্টিক, রড, চাপাতি, লাঠিসোটাসহ দেশি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের

ওপর হামলা করে। এতে কেন্দ্রীয় নেতা রাশেদ ইকবাল খান, আবু আফসান মোহাম্মদ ইয়াহিয়াসহ অন্তত ৩০ জন আহত হন। ছাত্রদলের সদ্য সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেনের দুই হাত ভেঙে গেছে। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান ও সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্যের সরাসরি নির্দেশে এ হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন রাকিব। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে সুষ্ঠু তদন্তসাপেক্ষে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি।

ঢামেকে চিকিৎসাধীন ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু আফসান মোহাম্মদ ইয়াহিয়া বলেন, আমরা আবারও ক্যাম্পাসে যাব। আমাদের ক্যাম্পাসে আমরাই থাকব। যত সন্ত্রাসী কার্যক্রমই হোক, আমরা আমাদের কাজ করে যাব, সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমরা থাকতে চাই।

হামলাকারীদের মধ্যে ঢাবির সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও জগন্নাথ হল শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ছাড়াও বহিরাগত ব্যক্তিরা অংশ নেয় অভিযোগ করে ঢাবি শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আকতার হোসেন বলেন, ছাত্রলীগ আমাদের দুই নেতাকর্মীকে ড্রেনে ফেলে পিটিয়েছে। এ ছাড়া আহত হয়ে হাসপাতালে আছে ৩০ জন। সর্বমোট আহত হয়েছে ৬০-৭০ জন। ছাত্রলীগের হামলায় আহত আমাদের অনেক নেতাকর্মী জীবনমৃত্যুর শঙ্কায় রয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সদস্য সচিব আমানউল্লাহ আমান বলেন, ছাত্রলীগ বিনা উসকানিতে আমাদের ওপর হামলা করে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রদলের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ এই হামলা করেছে।

ঢাবি শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন বলেন, রাজাকারদের তল্পিবাহক ও সন্ত্রাসের ডিস্ট্রিবিউটর ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল তাদের সহিংস সন্ত্রাসবাদী কর্মকা-ের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ বিঘিœত করছে। এর ধারাবাহিকতায় দেশি অস্ত্র নিয়ে তারা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ অক্ষুণœ রাখা ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপদ শিক্ষাজীবন নিশ্চিত করার স্বার্থে সব মতের প্রগতিশীল শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছাত্রদলের সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ছাত্রলীগ হামলা করেনি বরং দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা করেছে ছাত্রদল। তারা মূলত কিলিং মিশন নিয়ে ক্যাম্পাসে এসেছিল। ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করে, ছাত্রদের লাশের ওপর দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে তারা এখানে এসেছিল। ছাত্রদল নেতাকর্মীরা বহিরাগত সন্ত্রাসীদের নিয়ে আবারও ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারে, এমন ধারণা থেকে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সজাগ আছেন বলেও সাদ্দাম জানান।

শাহবাগ থানার ওসি মওদুত হাওলাদার বলেন, তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন ছাত্রদল কর্মী, অন্যজন সাধারণ নাগরিক। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের সাংঘর্ষিক অবস্থানের বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাবির প্রক্টর একেএম গোলাম রব্বানী জানান, ক্যাম্পাসে বছরের পর বছর ধরে সহাবস্থান চলছে। ক্যাম্পাসে কী এমন হয়েছে, জঙ্গি মনোভাব নিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য লাঠিসোটা হাতে ক্যাম্পাসে ঢুকতে হবে? আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বলা হয়েছে, কার কী রাজনৈতিক পরিচয় সেটি আমাদের বিবেচনার বিষয় নয়। ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে ভোরবেলা যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে

আইনগত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। কী ঘটেছে, সে বিষয়ে প্রক্টরিয়াল টিমের কাছেও প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর আমরা পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করব।